International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-III, July 2023, Page No.53-60
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i3.2023.53-60

বেদিয়া জনগোষ্ঠী ও পটশিল্প

মিলন পটুয়া

Abstract:

The Chotanagpur plateau region of Bihar once became a paradise for tribals. Divided into small groups based on the urge for livelihood or small disputes. One caste of this small group is the Bedia. The original occupations of the Bedia people are hunting, snake catching, snake playing and much later came pot singing. The people of this Bediya clan spread across East India (Bangladesh) in droves with the folk songs, folk songs, panchali, bratkara snake songs of their forefathers, Damru in hand, Dugdugi flute and snake japi on shoulder. In Birbhum and Murshidabad, Bediyas stopped playing with snakes and catching snakes, while the practice of jumping songs also gradually decreased. Apart from the snake game, they slowly started to take the pot game (Exhibiting Painted Scrolls) as a livelihood. Pots are made in different shapes: Jaranopot, Latai, Arelite, Chaukopot. These songs were composed based on the current situation of the society, Ramayana, Mahabharata, Jahannam Kaaba, religious and secular etc. At present no one sees Patachitra. No one wants to listen to Pot's song. So pottery is disappearing from Bengal. The people of the Bedia caste have therefore abandoned pot and joined various professions, ie, dyers, masons, veterinarians, etc. If this continues, one day pottery will disappear from Bengal.

The best folk art of Murshidabad and Birbhum is pottery. And this art was created by Patua or painter community. This caste lives in many villages of Birbhum. The Patuas are not only good at creating art, but they also entertain the audience by performing pot songs in villages and instilling moral consciousness in their minds. The subject of pottery has changed over time. Because it is true, art is never created apart from time and society. Here time refers to the artist's lifetime and society refers to the social system of his lifetime. Along with that, economic, political and cultural development trends are connected. It is the heartbeat of time and society that makes art eternal. For example, one day Sindhubhad Pala, Krishnalila, Gaurangalila, and Panchakanyani Pat achieved success in terms of society and time. Today, family planning, afforestation and literacy programs have created a great stir in social life and have had a great impact. However, even today, the mythical pot is popular in Birbhum.

পটশিল্পের মূল উৎস হল চিত্রশিল্প। ভারতবর্ষের শিল্প বিকাশের ঊষালগ্নেই চিত্রশিল্পের বিকাশ ঘটে। সৌন্দর্য্য পিপাসু মানুষ নিজেদের কর্মকাণ্ডের সাক্ষী হিসাবে পর্বত গুহায় চিত্র অঙ্কন করেছেন। সেকালের মানুষ শিকারের দৃশ্যসমূহে নিজেদের কলাজ্ঞানের সম্যক পরিচয় দানে সচেষ্ট হয়েছেন। শিকারের জন্তুগুলির (বাইসন, গণ্ডার প্রভৃতির) চিত্র ফুটে উঠেছে। একদল মানুষ রকমারি হাতিয়ার নিয়ে শিকার করছেন এমন দৃশ্যও দেখতে পাওয়া যায়। এর অনেক পরে অজন্তা-ইলোরা বাঘ গুহায় চিত্রশিল্পের প্রভূতি উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

কলা সমূহের মধ্যে চিত্রশিল্প সর্বশ্রেষ্ঠ। কেননা শিল্পী নান্দনিক প্রয়াস ও স্বসৃষ্ঠিতে আত্মনিবেদন করে নিজের মনের বলা কথাটি চিত্রশিল্পে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন।
তাই,

‘যথা সুমেরু প্রবরো নগানাং যথাণ্ডজানাং গরুড়ঃ প্রধান:।
যথা নরানাং প্রবর: ক্ষিতীশ স্তথা কলানামিহ চিত্রকল্প॥‘’

‘পর্বতমালার মধ্যে সুমেরু, যেমন সর্ব্বলোকবরেণ্য, অণ্ডজাত জীবগণের মধ্যে গরুড় যেমন সর্ব প্রধান, নরগণের মধ্যে রাজা যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ, কলাসমূহের মধ্যে চিত্রকল্প সেইরুপ।‘

এই কলার মধ্যে ভারতীয় চিত্রকলা কতদূরে উচ্চ সমাদর লাভ করেছিন তা সুস্পষ্ট বোঝা যায়। নিদর্শনের অভাবে তার পরিচয় পাবো না। সুতরাং সাহিত্য নিহিত বর্ণনা এবং ইতিহাস বর্ণিত ঘটনা একমাত্র তথ্যানুসন্ধানের উপায়। তবুও কালের অমোঘ নিয়মে কিছু নিদর্শন থেকেই যায়।

ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসের সূত্রপাত হয়েছিল নগরকেন্দ্রিক হরপ্পা সভ্যতায়। খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক পাঁচ হাজার বছর পূর্বে হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো ও অন্যান্য নগরীর ধ্বংসাবশেষের তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগের অগণিত নিদর্শন গুলিকে সহজেই দু ভাগে ভাগ করা যায়,- প্রথম শ্রেণী বাস্তবধর্মী, দ্বিতীয় কাল্পনিক। প্রথম শ্রেণীতে রয়েছে হরপ্পার জীবন্ত পাষাণখোদিত মস্তকহীন নগ্ন পুরুষ মূর্তি, মহেঞ্জোদারোর পুরোহিত ও ব্রোঞ্জ নির্মিত লাস্যময়ী নর্তকী ও পশুমূর্তি অঙ্কিত অসংখ্য ‘’সীল’’। এতে শিল্পীর প্রাকৃতিক প্রেরণা ও অনুভূতির পরিচয় পাই। দ্বিতীয় শ্রেণীতে রয়েছে অসংখ্য পোড়ামাটির পুতুল ও চিত্রাঙ্কিত মৃৎপাত্র, এগুলি প্রায় সম্পূর্ণ কাল্পনিক। এতে শিল্পীর স্বাধীনতা ও নান্দনিক বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। হরপ্পা সভ্যতায় মৃৎপাত্রের গায়ে আঁকা হয়েছে বলিষ্ঠ সাবলীল তুলির টানে জ্যামিতিক নক্সা, লতা পুষ্প, জীবজন্তু। হরপ্পা সভ্যতার মানুষ লৌকিক প্রথায় হাতে গড়েছেন অগনিত প্রাণী ও মানব মূর্তি। সমাধিক্ষেত্রে যেসব মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে সেগুলিতে আঁকা আছে জ্যামিতিক নক্সা, পশু-পক্ষী, ফুল বৃক্ষলতা ও নৈসর্গিক গ্রহ তারকার মনোরম চিত্র। মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, চানাহুদাড়ো, লোধাল ও কালিবঙ্গানে আবিষ্কৃত পোড়ামাটির তৈজসপত্র, জালা, থানাবাটি ও কৌটো প্রভৃতি লোকশিল্পের সঙ্গে আধুনিক গ্রামীণ চিত্রকলার চমৎকার সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। গাঢ় রঙের গায়ে লাল রঙ এর উপর কালো রঙের বিচিত্র পাত্রের জমি মোটামুটি দু রকমের চিত্র শোভিত, (১) জ্যামিতিক, (২) প্রাকৃতিক। যথা চতুর্ভূজপাত্র, বলয়, চিরুনি, ফুল, ফল, বৃক্ষ, লতা, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি। আশ্চর্যের বিষয় এসব চিত্র ও নক্সা আধুনিক বাংলার কাঁথায় ও আলপনায় বেশীর ভাগই দেখতে পাওয়া যায়। হরপ্পার সমাধিক্ষেত্রে মৃৎপাত্রের গায়ে আকা বৃক্ষলতার সঙ্গে আলপনার অনুরূপ নক্সার মিল রয়েছে। আজকালকার কাঁথা ও আলপনার চতুষ্পত্র ফুল কিভাবে প্রেরনা পেয়েছে হরপ্পার মৃৎপাত্রের চিত্রিত ' intersecting Circle' থেকে তা স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। সবচেয়ে আশ্চর্য মিল রয়েছে হরপ্পা যুগের আঁকা

বট গাছের সঙ্গে পাঁচ হাজার বছর পরে আলপনার বট গাছের সঙ্গে রেখা রচনায় ও সাংকেতিক আকৃতিতে। হরপ্পার সমাধি ক্ষেত্রে পাওয়া মৃৎপাত্রের গায়ে আঁকা বিচ্ছিন্ন পাতার সারির সঙ্গে আলপনার কাঁথা-পটের অনুরূপ নক্সার নিবিড় সম্বন্ধও আমাদের চোখে সহজেই ধরা পড়ে।

পটশিল্প আজ থেকে প্রায় ৫৫০০ বছরের হরপ্পা সভ্যতায় যে সকল প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে- ''বহুসর্প বিভূষিতা মনসা দেবীর প্রতিমূর্তি'' এবং তিনটি শৃঙ্গ বিশিষ্ট 'পশুপতি' দেবতা। ঐতিহাসিকেরা এই তিনটি শৃঙ্গ বিশিষ্ট দেবতাকে শিবের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ তাঁদের কল্পনায় প্রাচীন ভারতীয় আদিবাসীদের হরপ্পা সভ্যতায় নাগপূজার প্রচলন ছিল। হরপ্পা সভ্যতার সমাজকে পেশাগত দিক থেকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়
যেমন-

১) কৃষিকাজ বা কৃষক গোষ্ঠী।
২) ব্যবসা বাণিজ্য বা বণিক গোষ্ঠী।
৩) পশুপালক বা অর্ধ যাযাবর গোষ্ঠী।
৪) শিকারী বা পূর্ণ যাযাবর গোষ্ঠী।

অনুমান করা যেতে পারে শিকারী বা পূর্ণ যাযাবর গোষ্ঠীর লোকেদের নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করতে হতো। বনে, জঙ্গলে, পাহাড়ে, জলাভূমির ধারে দিবারাত্রি কাটাতে হতো। সুতরাং ভয়ভীতি, রোগ মৃত্যুর আশঙ্কাতো ছিলই। এই ভয়ভীতি, রোগ ও মৃত্যুর আশঙ্কা থেকে জন্ম নিয়েছিল কিছু মত, বিশ্বাস ও দর্শণের। সাহস সঞ্চয়ের জন্য, মুক্তির উদ্দেশ্যে, তারা শুরু করেছিল- ১) পাথর পূজা ২) বৃক্ষোপাসনা ৩) জীবজন্তু পূজা ও ৪) নাগপূজা। এই পূজাগুলো বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, লোকাচার, নৃত্য ও প্রার্থনা সঙ্গীতের মাধ্যমে সম্পাদিত হতো। তাঁদের পালিত এই লোকাচার গুলো থেকে সৃষ্টি হয়েছিল বিভিন্ন লোককথা, লোকগল্প, লোকসঙ্গীত, পাঁচালী, ব্রতকথা ইত্যাদি। হরপ্পা সভ্যতার দ্রাবিড় এই যাযাবর গোষ্ঠির লোকেরা সাহস সঞ্চয়ের জন্য, সম্পদ সঞ্চয়ের জন্য, মুক্তির জন্য, আরোগ্য লাভের জন্য, নিরাপদ বসতির জন্য, শুরু করে 'নাগপূজা বা সর্প পূজা যা আজকের কল্পিত মনসা পূজা।

"অনেকের মতে প্রাচীন মিশর থেকে সর্প পূজো ভারতে ও অনান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ছয় হাজার বছর আগে মিশরীয় সভ্যতার পতন ঘটে। মিশরের সর্প পূজো খুব প্রাচীন। প্রাচীন মিশরের রাজকীয় শিরস্ত্রাণ ছিল সর্প লাঞ্ছিত। ইউফ্রেটিস নদীর তীরবাসী প্রাচীন তুরানী জাতির মধ্যে সর্প পূজো প্রথম উদ্ভূত হয়। এরা বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করলে এদের সর্প পূজোও নানাদেশে বিস্তৃত হয়। তুরান জাতির একটি শাখা ভারতে আসে ও কালক্রমে দ্রাবিড় নামে পরিচিত হয়। দ্রাবিড়দের সর্প পূজো সারা ভারতে কম বেশি ছড়িয়ে পড়ে। অনার্য দ্রাবিড়দের সংস্কৃতি আর্য সংস্কৃতিতে প্রভাব বিস্তার করে''। (বাংলা- সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ শ্রীমন্তকুমার জানা)।

ড. নীহার রঞ্জন রায় মনে করেন- "সাপ প্রজনন শক্তির প্রতীক এবং মূলত কৌম সমাজের প্রজনন শক্তির পূজো হইতেই মনসা পূজার উদ্ভব এ তথ্য নিঃসন্দেহে। পৃথিবী জুড়িয়া আদিবাসী সমাজে কোনো না কোনো রূপে সর্প পূজার প্রচলন ছিলই। বাংলাদেশে যে সব মনসাদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতেই মনসা দেবী প্রসঙ্গে একাধিক সর্পের ক্রোড়াসীন একটি মানব শিশুর, একটি ফলের এবং কোথায় একটি পূর্ণ ঘটের প্রতিকৃতি বিদ্যমান। ইহাদের প্রত্যেকটিই প্রজনন শক্তির প্রতীক"।

পরবর্তীকালে আনুমানিক খ্রীষ্ট পূর্ব ১৭০০ সাল নাগাদ ইউরেশিয়া থেকে একদল উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন নরগোষ্ঠী ইরাণ হয়ে সিন্ধু নদী উপত্যকায় প্রবেশ করে। যাদের লোকে আর্য বলে। হরপ্পা সভ্যতা নরগোষ্ঠীর সঙ্গে নবাগত (আর্য) নরগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। হরপ্পা সভ্যতার নরগোষ্ঠীরা (আদিবাসীরা) পরাজিত হয়ে তারা আস্তে আস্তে ঐ স্থান পরিত্যাগ করে এবং সারা ভারতের সীমানা বরাবর ছড়িয়ে পড়ে। হরপ্পা সভ্যতার ঐ পূর্ণ যাযাবর গোষ্ঠীর লোকেদের একটা অংশ বিহারের ছোট নাগপুরের মালভূমি অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। কালক্রমে আর্যরা সারা মধ্য ভারত জুড়ে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করে। সমগ্র সমাজে প্রভুত্ব অর্জন করে। ইরাণের জেন্দা আবেস্তার অনুকরণে রচনা করেন ধর্মগ্রন্থ বেদ। অবশ্য একথা বলা দরকার আর্যরা সকল প্রকার মত, বিশ্বাস, দর্শন নিয়ে ভারতে প্রবেশ করেনি। হরপ্পা সভ্যতার নরগোষ্ঠীদের অর্থাৎ অনার্যদের মতবাদ, বিশ্বাস, দর্শণ, লোকাচার ইত্যাদি যুক্ত হয়েই বেদ রচিত হয়। অর্থাৎ আবেস্তনীয় দর্শণ + অনার্য দর্শণ + আর্য দর্শণ = বেদ।

বেদের অনেক পরে আর্য পন্ডিতেরা রচনা করেন রামায়ণ, মহাভারত পুরাণ, প্রভৃতি মহাকাব্য। এই বেদ ও মহাকাব্যগুলোর রথে চড়ে ব্রাহ্মণ পন্ডিতেরা ভারত উদয় যাত্রা শুরু করে। সমাজে জাতিভেদ প্রথা একটা প্রকট আকার ধারণ করে। অনার্য আদিবাসীরা মূল সমাজ থেকে একেবারে বিছিন্ন হয়ে পড়ে। অনার্যরা আর্যদের কাছে অস্পৃশ্য, অচ্ছৎ, আপাংতেয় বিবেচিত হয়ে নিম্নশ্রেণীর জাতি হিসাবে ঘোষিত হয়। অনার্যরা পরবর্তী পর্যায়ে মূল সমাজ থেকে বিভক্ত হয়ে ও তাদের পূর্বপুরুষদের মতবাদ, বিশ্বাস ও দর্শণ নিয়ে চলতে শুরু করে। তাদের পূজিত বিষয়গুলোর মধ্যে সর্পপূজা বা নাগপূজা অন্যতম।

এদিকে বিহারের (বর্তমান) ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চল আদিবাসীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে ওঠে। যাযাবর গোষ্ঠীর এই আদিবাসীরা জীবিকার তাগিদে বা ছোট ছোট বিবাদকে কেন্দ্র করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যাদের আদি জীবিকা শিকার করা, সাপ ধরা, সাপ খেলা, সর্পদেবীর বন্দনা করা বা সর্পদেবীর প্রার্থনা সংগীতগুলো গেয়ে ভিক্ষা করা তারাই বেদিয়া জাতি রূপে বিবেচিত।

সংস্কৃতে পট কথাটির অর্থ হল কাপড়। আর এই পট্ট শব্দটি থেকে পট কথাটি আসে (পট্ট/পট) এমনকি বা চিত্রতল অর্থেও পট শব্দটি ব্যবহিত হতে দেখা যায়। প্রাচীনকাল থেকেই সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বিভিন্ন সমাজে পটচিত্রকে খুঁজে পাওয়া যায়। বিহার, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা, তামিলনাড়ু মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে দেখা মেলে। পূর্ববঙ্গের ঢাকা, নোয়াখালি ও পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বর্ধমান, হাওড়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলাতে আছে পটচিত্রের ইতিহাস। তবে আগে যেমন পটকে কেন্দ্র করে গৌরব ছিল এখন আর তা নেই।

পট যারা আঁকে তারা পাটিদার, পোটো, পটকার, চিত্রকর ইত্যাদি নামে পরিচিত। সমাজে বেদিয়ারা নীচুজাত হিসাবে পরিচিত। এই বেদিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি জাতি হল "পটুয়া" এই পটুয়ারা হিন্দু-মুসলিম দ্বৈত ধর্ম বহন করে নিয়ে চলছে। পটুয়ারা পটচিত্র অঙ্কন করে সমাজে মনোরঞ্জন যেমন প্রেরনা করেন তেমনি সমাজ সচেতন বা এই সমাজে শিক্ষা দিতে লোকশিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। এক কথায় বলা যায় পট অঙ্কন করেন।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ভিক্ষুকরা ধর্ম প্রচারে পটুয়ারাও গোটানো পট ব্যবহার শুরু করেন। পট কথাটি কাঠের তৈরি পাটা থেকে আসতে পারে। আবার কেউ কেউ মনে করেন চটের কাপড়ের ওপর মাটি-গোবর লেপে রোদে শুকিয়ে তার উপর ছবি আঁকা হত এক সময়। আমাদের বঙ্গের মধ্যে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, কালীঘাট,

মেদিনীপুর, বাঁকুড়া জেলার পট গুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেকটি জেলার কিছু পট গুলির আকার আয়তনে একি প্রকার। একমাত্র আলাদা হল কালীঘাটের পট এদের পট গুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চৌকোপট। ল্যাটাই পট বলতে জড়ানো পটকে বোঝানো হয়েছে। সকল গবেষক পটশিল্পের শ্রেনীবিভাগ গুলিকে মেনে নিয়েছেন। এই সমস্ত পটচিত্র গুলিকে বৈশিষ্ট্যর নিরিখে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা:-
(১) ধর্মীয় পট ও (২) ধর্মনিরপেক্ষ পট।

ধর্মীয় পট: ধর্মীয় পট গুলি মোটামুটি সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা: (ক) আদিবাসীদের ধর্ম (খ) খ্রীষ্টান ধর্ম (গ) হিন্দু ধর্ম (ঘ) জৈন্যধর্ম (ঙ) বৌদ্ধধর্ম (চ) ইসলাম ধর্ম (ছ) লৌকিক ধর্ম।

ধর্মনিরপেক্ষ পট: ধর্মনিরপেক্ষ পটগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: (ক) মামলা- মোকদ্দমা (খ) রাজনৈতিক পট (গ) সামাজিক বিষয়। ধর্মীয় পটগুলির মধ্যে কি ধরণের পটচিত্র অঙ্কন করা হয় তা নিম্নে বলা হল।

ধর্মীয় পট:

(ক) আদিবাসী ধর্মীয় পট: চক্ষুদান পট হরিবলমন, ভাগরশিলা ইত্যাদি।
(খ) খ্রীষ্টান ধর্মীয় পট: যিশুখ্রীষ্ট, মেরী ইত্যাদি
(গ)হিন্দু ধর্মীয় পট: দেবতা কৃষ্ণলীলা বিষয়ক, রামলীলা বিষয়ক, চৈতন্যদেব সম্পর্কিত।
(ঘ) জৈন্য ধর্মীয়: ত্রিশলার স্বপ্ন।
(ঙ) বৌদ্ধ ধর্মীয়পট: চরণচিত্র, তিব্বতে নামাদেব দ্বারা প্রচলিত বৌদ্ধপট।
(চ) ইসলাম ধর্মীয়পট: পীর, গাজী, মহম্মদ, শারিয়ত ইত্যাদি।
(ছ) লৌকিক ধর্মীয়পট: সত্যনারায়ণ, ষষ্ঠী ইত্যাদি।

ধর্মনিরপেক্ষ পটগুলির মধ্যে কি ধরনের পট অঙ্কন করা হয়েছে তা নিম্নে আলোচিত হল:

(ক) মামলা-মোকদ্দমা বিষয়ক পট: ভাওয়াল, এলোকেশী, নারায়ণগন্ডের বাস দুর্ঘটনা ইত্যাদি।
(খ) রাজনৈতিক পট পরিবর্তন: স্বাধীনতা পট, বিদ্যাসাগর পট, রেশনিং সিস্টেম ইত্যাদি।
(গ)সমাজিক পট: পনপ্রথা কলিযুগপট, পরিবারের পিতা সন্তানকে হত্যা ইত্যাদি।

বীরভূম জেলার মধ্যে সিন্ধুবধ পালা পটচিত্রটি সব থেকে বেশী প্রচলিত। তাই ১৯৯২-১৯৯৩ সালে সিন্ধুবধ পালার উপরে প্রথম পুরস্কার পায়। বীরভূম জেলার পটশিল্পীরা আজ্ও পৌরাণিক আখ্যা গ্রহণ করে পটচিত্র অঙ্কন করেছেন।

ধর্মনিরপেক্ষ পটচিত্র গুলি মেদিনীপুর জেলাকে এক অনন্যতা দান করেছে। এরমধ্যে 'বাণপট' এক উল্লেখযোগ্য পটচিত্র। মেদিনীপুর জেলাটি সমুদ্র ধারে অবস্থিত বলে প্রতিবছর বন্যায় চরম ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই বাণপট করেন দুখুশ্যাম চিত্রকর যা সারাজীবন অমর হয়ে থাকবেন। বেদিয়া পটশিল্প গুলি লক্ষ করলে বুঝতে পারা যাবে তারা তাদের রুজি- রোজগার বাড়ানোর জন্য কালক্রমে পটের বিষয়বস্তু পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।

সমাজে যখন যেমন পরিস্থিতি ছিল তার উপর নির্ভর করে পটচিত্র বা গান তারা রচনা করেছেন। কৌটিল্যর আমল থেকে দেখে আসছি, এই বেদিয়া শিল্পীরা রাজানুগ্রহের জন্য পটচিত্র আঁকেন। একটাই

উদ্দেশ্য রুজি-রোজগার, জীবনযাপন। কাজেই তাঁরা কালের পরিবর্তন নিয়ম অনুসারে পটচিত্রও পরিবর্তন করে চলেছে।

বীরভূম জেলার নলহাটি ১নং থানার বসতি সরধা গ্রামের অনিল পটুয়ার (পিতা পতি পটুয়া) কাছে নিমাই সন্ন্যাস পটচিত্রটি রয়েছে। অনিল পটুয়া রাখাল চিত্রকরের (পটুয়া) নাতি। যার নিকট হতে স্বর্গীয় গুরু সদয় দত্ত মহাশয় পট নিয়ে গিয়েছিলেন। নিমাই সন্ন্যাস পটচিত্রটি ১০-১২ হাত লম্বা। এর কতগুলি স্তর রয়েছে।

প্রথম স্তর: নির্মাই এর জন্ম।

দ্বিতীয় স্তর: গুরুর নিকট প্রাথমিক শিক্ষালাভ।

তৃতীয় স্তর: কেশব ভারতী, এস্থানে নিমাই এর তিনটি সৃষ্টি রাম-কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ, শিক্ষক গদাধর পণ্ডিত দেখে অবাক।

চতুর্থ স্তর: শচীমাতা ও কালনিদ্রা- এ জায়গাটা পরিষ্কার নয়।

পঞ্চম স্তর: পুরাতন পট, নিমাই ইত্যাদি। নিমাই এখানে তার গৃহত্যাগ বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্না।

ষষ্ঠ স্তর: বিভিন্ন ব্যক্তির মতামত, নিমাই কোথায় গেছেন।

সপ্তম স্তর: কাটোয়া, সন্ন্যাস গ্রহণের শপথ, কেশব ভারতী, গদাধর পণ্ডিত।

অষ্টম স্তর: গৌরাঙ্গ অবতার, জগাই-মাধাই উদ্ধার।

নবম স্তর: হরিনাম সংকীর্ত্তন, সাধারণ জনগনের অংশ গ্রহণ।

তাই পটশিল্পের বিষয়ও পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত হোক কিংবা ধর্মনিরপেক্ষ পট হোক, যেন তার বিষয়বস্তু আজও মনের কথা বলে। এটা সম্ভব হয় যখন পট প্রদর্শন কালে প্রদর্শক পটগীতি সহযোগে পটচিএটিকে বাঙ্ময় করে তোলেন। যেমন হর-পার্বতী পটচিত্রে গানের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয় সামান্য সাংসারিক বিষয় নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মনকষাকষি, এই চিত্রের মাধ্যমে আমরা যেন দৈনন্দিন জীবনের সাংসারিক চিত্রটি ফুটে উঠতে দেখি। আবার ভুল করে সাংসারিক আর কোন মানসিক থাকে না। এরমধ্যে আবহমান কাল ধরে যে সাংসারিক ধারাবাহিকতা চলে আসছে তাই দেখতে পাই। আবার নিমাই সন্ন্যাস পটচিত্রে শিশু সন্তানের প্রতি মায়ের যে বাৎসল্য রস পরিবেশিত হয় তা যেন চিরনূতন। শিশু, নিমাই চঞ্চল-চপল, মার কথার অবাধ্য, পটগীতি শোনা দাড়িয়ে থাকা গৃহবধূটির মনে তখন ঠিক নিচের শিশুটির কথা মনে পড়ে যায়। তাই তো আরও চিরনূতন।

হর-পার্বতী বিবাহ পট বিবাহ বাসরের কথা মনে পড়িয়ে দেয়, যেমন জটায়ু, বধূ পটচিত্রে দেখতে পাই বন্ধুত্বের অকৃত্রিম প্রগাঢ় ভালবাসা। এগুলোর মধ্যে যেন পূরাতন ঘটনাবলী চিরন্তন হয়ে প্রকাশ পায়। তাই এতো ভাল লাগে। বর্তমানে চলমান জীবনের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে নূতন নূতন পটচিত্র অঙ্কিত হচ্ছে। বিষয়বস্তু অত্যাধুনিক হওয়ার দরুণ দর্শক শ্রোতৃমণ্ডলী তা আজও আনান্দ সহকারে গ্রহণ করছেন। বীরভূমে বনসৃজন এবং সাক্ষরতা ও সাক্ষরোত্তর পর্ব পটচিত্র ব্যাপক প্রসার লাভ পেয়েছে। ঠিক তেমনি মেদিনীপুরে বানপট, সাহেব পট, ট্যাকিসর মধ্যে খুন, মনোহর ফাসুড়ে, দুর্ভিক্ষের কাহিনী যোগসূত্র সংস্কৃতি বিষয়ক প্রভৃতি পটচিত্র জনগণকে আনন্দ দান করছে। যোগসূত্র সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকাটিতে 'বানপট' পটচিত্রটির গান এবং পালা ও চিত্র সহযোগে সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মেদিনীপুর জেলার নয়া গ্রামের (থানা-পিংলা, পরগণা সবং) দুখুশ্যাম চিত্রকর বাণপট, পটচিত্রে এক বিভৎস বিধ্বংসী বন্যার করুণাময়

বেদনাদায়ক দৃশ্যের অবতারণা করতে সক্ষম হয়েছেন। এই পটচিত্রের পটগীতিতে এক নতুনত্বের স্বাদ পেলাম।

নির্বাচিত সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১। D.P. Ghosh, Medieval Indian painting, Delhi, 1985, pp.29-30,p1.58
২। ভট্টাচার্য্য অশোক- বাংলার চিত্রকলা, পৃ:-৫৩
৩। তদেব, পৃ:- ১৫৬-'৫৭।
৪। সরকার, অদিতি নাথ যোগসূত্র সংস্কৃতি বিষয়ক (পত্রিকা) সম্পাদক বিণয় ঘোষ: অক্টোবর- ডিসেম্বম, ১৯৯৩, পৃ:- ১৫২।
৫। বন্দোপ্যায়, দেবাশীষ,- বীরভূমের যমপটও পটুয়া:সুবর্ণরেখা পৃ:-২৬।
৬। তদেব।
৭। সেন, দীনেশচন্দ্র, বৃহৎবঙ্গ, প্রথম খন্ড, দেজ পুর্ণমুদ্রণ, ১৩৯৯ সাল জানুয়ারী ১৯৯৩, পৃ:- ৪৪৮ (ক) ৪৪৮ (ড) পযর্ন্ত।
৮। বিণয়,- পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি: জুলাই- ১৯৭৬, পৃ:- ৩১০-১১।
৯। মস্করী-রা সেন দ্বীনেশচন্দ্র বৃহৎবঙ্গ, প্রথম খন্ড, পৃ:-৫৩৯।
১০। ঘোষ, বিণয়,- পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি: জুলাই ১৯৭৫, পৃ: ৩১০-১১.
১১। সেচ দীনেশচন্দ্র 'বৃহৎবঙ্গ, দেজ' পূনর্মূদ্রণ, জানুয়ারী, ১১১৩,পৃঃ-৪৪০-৪৪১
১২। ঘোষ, দেবপ্রসাদ- ভারতীয় শিল্পধারা-প্রাচ্য ভারত ও বৃহত্তর ভারত শ্রাবণ, ১৩৯৩, জুলাই ১৯৮৬, খৃ: ১-২
১৩। ঘোষ, দেবপ্রসাদ্, ভারতীয় শিল্পধারা, 'বাংলার পট': পৃ: ৫২।